ইসলামী আকীদাহ্

তাওহীদ শির্‌ক বিদ'আত

ড. মুহাম্মাদ রফীকুর রহমান মাদানী

প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রাক্তন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ও বর্তমান রেক্টর
জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী

খতীব, কাঁটাবন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা

সবুজপত্র

লেখক-পরিচিতি

ড. আবূ নোমান মুহাম্মাদ রফিকুর রহমান মাদানী চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলাস্থিত বেলঘর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মো: আব্দুল মতিন এবং মাতার নাম মোবাশ্‌শেরা বেগম। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল থেকে কামিল (১৯৬২-১৯৭০ সাল) পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় স্কলারশিপ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে পাস করেন।

১৯৭৬ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে তিনি সৌদি আরব গমন করেন এবং পঞ্চাশটিরও অধিক দেশ থেকে আগত মেধাবী ছাত্রদের মাঝে শতকরা সাতানব্বই ভাগ নাম্বার পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে লিসান্স কোর্স সম্পন্ন করেন। কৃতিত্বের স্বাক্ষস্বরূপ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তৎকালীন যুবরাজ পরবর্তীতে বাদশাহ ফাহদ বিন আব্দুল আযীযের হাতে প্রদত্ত সার্টিফিকেট ও পুরস্কার লাভ করেন, যা সৌদি টেলিভিশনে ফলাও করে প্রচার করা হয়। ১৯৮০ সালে সৌদি ইসলামিক অ্যাফেয়ারস মন্ত্রণালয়ের অধীনে দীনী দা'ওয়াতের দায়িত্ব নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে এমএ (প্রথম শ্রেণিতে প্রথম) ডিগ্রি লাভ করেন এবং সম্মানসূচক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত হন। ২০১৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে 'প্রিপ্যায়ারিন্স অফ ইসলামিক দাঈ' ইন ইডুকেশনাল, কালচারাল, স্প্রিচুয়াল আসপেকটস' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৮০ সালে নরসিংদীর জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে শুরু হয় তার কর্মজীবন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন উপাধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৯৭ সালে তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীস পদে নিযুক্ত হন এবং ২০০৬ সালে তিনি বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি এ পদে বহাল আছেন। ১৯৯৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণপদক লাভ করেন।

মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও আরবী, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় তার দক্ষতা রয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন, অংশগ্রহণ ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এ তার বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে।

তিনি বেশ কয়েকটি ব্যাংক-বীমা কোম্পানির শরী'আ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর সহধর্মিনীর নাম জাহেদা। তিনি তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জনক।

লেখকের কথা

আকীদাহ্ মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেকোনো ইবাদত আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, বিশুদ্ধ আকীদা। মহান আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠানোর পূর্বেই রূহের জগতে আমাদের থেকে তাওহীদে বিশ্বাস তথা বিশুদ্ধ আকীদাহ্'র প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾

"আর যখন তোমার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিলো, অবশ্যই! আমরা সাক্ষী রইলাম। আবার না কিয়ামত দিবসে বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না অথবা বলতে শুরু কর যে, শির্ক তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিলো আমাদের পূর্বেই, আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাদ্বর্তী সন্তান সন্ততি। তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা আমাদের বাতিলপন্থীরা করেছে?" (সূরা ৭; আ'রাফ ১৭২)

সর্বশেষ নাযিলকৃত কুরআন মাজীদসহ সকল আসমানী কিতাবের মূল বক্তব্য ও নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের লক্ষ্যই হলো, মানবজাতির মাঝে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তাগুতের মূলোৎপাটন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

"আমি সকল জাতির মাঝে রাসূল পাঠিয়েছি এ দাওয়াত দেওয়ার জন্য যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।" (সূরা ১৬; নাহল ৩৬)

তাওহীদের নির্ভেজাল বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে নেক আমলের মাধ্যমেই মানবজাতির জন্য নিশ্চিত হতে পারে দুনিয়ার সুখ-শান্তি এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামাত। কিন্তু বনী আদমের চিরশত্রু শয়তান আমাদের এই চূড়ান্ত সাফল্য কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। তাই তাওহীদের বিপরীতে তাগুতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তার সর্বান্তকরণ প্রচেষ্টা। কুরআনের ভাষায় তার ঘোষণা,

﴿ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾ ﴾

"আপনি (আল্লাহ) যেহেতু আমাকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করেছেন সেহেতু আমিও (তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য) আপনার সরল পথে অবশ্যই ওৎ পেতে বসে থাকবো। অতঃপর তাদের কাছে আসবো তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" (সূরা ৭; আ'রাফ ১৬-১৭)

এ জন্যই শয়তান তার কূটকৌশল বাস্তবায়নের জন্য বেছে নিয়েছে, 'শির্ক'-এর মতো গোমরাহীর মহাসড়ক। কারণ, শির্কই চুরমার করে দিতে পারে বনী আদমের স্বপ্নসাধকে। ধ্বংস করে দিতে পারে, 'আমল'-এর গগনচুম্বী প্রাসাদ। ভেজালে পূর্ণ করে দিতে পারে তার খাঁটি ঈমানকে। শির্ক-এর করালগ্রাসে আবদ্ধ করার জন্য সে ফাঁদ পেতেছে, কখনো নেকলোকদের মৃত্যুর পর তাদের মূর্তি বানিয়ে, কখনো আশা পূরণের স্থল হিসেবে মাজারকে দাঁড় করিয়ে, কখনো মৃতব্যক্তিকে অতিশয় ক্ষমতাধর সাজিয়ে আবার কখনো ওলীদের প্রশংসার অতিরঞ্জন করে জান্নাতের ফায়সালাকারী রূপ দিয়ে। মানুষকে ইবাদাতের নামে নানারকম বানোয়াট বিষয় ও পদ্ধতির মাধ্যমেও গোমরাহের দিকে ডাকছে ইবলিস-শয়তান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ ﴾

"বলো, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকদের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব লোক, যাদের পার্থিব জীবনের প্রচেষ্টা পথভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।" (সূরা ১৮; কাহফ ১০৩-১০৪)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ ﴾

"আর শয়তান তাদের আমলকে সুশোভিত করে পেশ করেছে।" (সূরা ২৭: নামল ২৪)

যুগে যুগে সকল নবী-রাসূল এবং তাঁদের উত্তরাধিকারী নেক আলেমগণ তাগুতকে হটিয়ে আল্লাহর জমীনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মিশন নিয়ে সদা সক্রিয় রয়েছেন। কিন্তু মানুষ পারিবারিক কারণে, শয়তানের প্ররোচনা, প্রবৃত্তির তাড়নায়, পরিবেশের বদ-ছোঁয়ায় বারংবারই তাওহীদের বিশ্বাস ভুলে গিয়ে শির্ক এবং কুফরীতে লিপ্ত হয়ে যায়।

তাওহীদ ও শির্ক-এর সংঘাত চলছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। নির্ভেজাল তাওহীদী আকীদাহ্'র পতাকাবাহীদের উপর নেমে আসছে যুলুম-নির্যাতনের বিভিষীকা। কিন্তু কোনোকালেই থেমে থাকেনি তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দকারীদের মেহনত। আর তাই শির্ক-বিদআতের ভিত্তিমূলেও ক্রমাগত আঘাত হানছেন দীনের দাঈ' মহান আল্লাহর নেক বান্দাগণ ।

আকীদাহ্-বিশ্বাসের নানারকম বিভ্রান্তি ও শির্ক-বিদআতের বেড়াজালে নিমজ্জিত মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে এ বইটি কিছুটা হলেও তাদের আকীদাহ্ বিশুদ্ধকরণে সহযোগিতা করবে বলে আমার বিশ্বাস। এতে যতটুকু সঠিক লিখতে পেরেছি, তা আল্লাহর অপার করুণা আর ভুল-ভ্রান্তির সবটাই আমার অপারগতা ও অযোগ্যতা। সম্মানিত পাঠকদের নিকট আরজ, ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে মেহেরবানী করে জানাবেন, যেনো পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিতে পারি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিশুদ্ধ খাঁটি ঈমান নিয়ে দুনিয়ায় শান্তিতে বেঁচে থাকার এবং বিশুদ্ধ আকীদাহ্ নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করার তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মাদ রফিকুর রহমান

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
ইসলামী আকীদাহ্	
প্রথম পরিচ্ছেদঃ আকীদাহ্ পরিচিতি	১৮
ইসলামী পরিভাষায় আকীদাহ্	২০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ঈমানের রোকনসমূহ	২১
ঈমানের রোকনসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	২১
১. আল্লাহর প্রতি ঈমান	২১
২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান	২২
৩. আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান	২৩
৪. আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি ঈমান	২৫
৫. পরকালের প্রতি ঈমান	২৮
৬. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস	৪০
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামী আকীদাহ্'র মূল উৎস	৪৫
১. কুরআনুল কারীম	৪৫
২. সহীহ সুন্নাহ	৪৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ইসলামী আকীদাহ্'র তাৎপর্য	৪৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ইসলামী আকীদাহ্'র মূল ভিত্তি	৫৮
তাগূতকে অস্বীকার করা	৫৮
তাগূতের পরিচয়	৬১
প্রধান ছয়টি তাগূত	৬২
১. ইবলিস	৬২
২. আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় আর এতে সে সন্তুষ্ট	৬৩
৩. ইলমুল গায়েব জানার দাবিদার	৬৪
৪. লোকদেরকে নিজের ইবাদতের দিকে আহ্বানকারী	৬৫
৫. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে নিজের বা অন্যের তৈরিকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-মীমাংসাকারী	৬৬

৩. শির্‌ক যাবতীয় নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়	৩৫৮
৪. শির্‌ক জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে	৩৫৯
৫. শির্‌ক জঘন্যতম পাপ	৩৫৯
৬. শির্‌ক হলো চরম পথভ্রষ্টতা	৩৬০
৭. শির্‌ক হচ্ছে অপবিত্রতা	৩৬০
৮. শির্‌ক ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ	৩৬০
৯. শির্‌ক এক চরম ব্যর্থতা	৩৬১
১০. মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাওয়া যাবে না	৩৬১
১১. শির্‌ক করা মানে আল্লাহর হক নষ্ট করা	৩৬৩
১২. মুশরিকের তাওবা খুবই কম নসীব হয়	৩৬৩
বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু শির্‌ক	৩৬৪
যে সমস্ত কারণে ঈমান নষ্ট হয়	৩৬৬
১. আকীদাহ্‌গত (বিশ্বাসগত) বিষয়	৩৬৬
২. কথাগত বিষয়	৩৬৭
৩. কার্যগত বিষয়	৩৬৮

চতুর্থ অধ্যায়
বিদ'আত

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বিদ'আতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য	৩৭২
বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ	৩৭২
পদ্ধতিগত কারণে 'ইবাদাত' কখনো কখনো 'বিদ'আতে' পরিণত হয়	৩৭২
বিদ'আতের পরিণতি	৩৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বিদ'আতের প্রকার	৩৮০
একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জেনে রাখা প্রয়োজন	৩৯২
বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি বিদ'আত	৩৯৩
উপসংহার	৩৯৫
গ্রন্থপঞ্জি	৩৯৬

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী আকীদাহ্

আকীদাহ্ মানে বিশ্বাস, যে বিশ্বাস প্রতিটি মানুষ লালন করে থাকে তার মন-মানসে, চিন্তা-চেতনায়। এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে 'আমল বা কর্মের ভিত। এ ভিত যার যতো মযবুত হবে, নিখুঁত হবে, দৃঢ় হবে, তার 'আমল ততোই নিখুঁত এবং দৃঢ় হবে। আর 'আমল যার যতো নিখুঁত হবে, তার 'আমল মহান আল্লাহর নিকট ততোটাই গ্রহণযোগ্য হবে। যার 'আমল যতোটা গ্রহণযোগ্য হবে, সে আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাওয়ার ততোটাই যোগ্য হবে। ফলে তার দুনিয়া-আখিরাত উভয়টাই সুন্দর হবে। সে দুনিয়ায় পাবে শান্তি আর পরকালে পাবে মুক্তি। পাবে জান্নাতের অপরিমেয় সুখ-শান্তি। যেমন, একটি দালানের ভিত যদি মযবুত হয়, সুদৃঢ় হয়, তাহলে তাতে বসবাসকারীরা নিরাপদে, শঙ্কাহীনভাবে, শান্তিতে বসবাস করতে পারে। একথা চিন্তা করেই মুসলিম উম্মাহর আকীদাহ্-বিশ্বাসকে কুরআন-সুন্নাহর আদলে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এ অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আকীদাহ্র শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়-সহ ইসলামী আকীদাহ্র সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, আকীদাহ্র মূল ভিত্তি, মূল উৎস, আকীদাহ্'র তাৎপর্য এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও এতে রয়েছে, সংক্ষিপ্তাকারে ঈমানের মূলনীতিগুলো, রয়েছে ঈমান ধ্বংসের কারণসমূহ, 'ইবাদতের পরিচয়, 'ইবাদত কবুলের শর্ত, মূলনীতি ইত্যাদি আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহ। যাদের আকীদাহ্ বিশুদ্ধ তারা হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। এ অধ্যায়ে তাদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্যাবলিও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকীদাহ্ পরিচিতি

আকীদাহ্ (عَقِيْدَة) মূলতঃ আরবী শব্দ। এর মূল শব্দ হলো, আক্দ (عَقْدٌ)। তবে সকল ভাষাভাষি মুসলিমের নিকট এটি একটি পরিচিত শব্দ। তাইতো বাঙালি মুসলিমরাও অকপটে বলে থাকেন অমুকের আকীদাহ্ ভালো, অমুকের আকীদাহ্ খারাপ, অমুক দলের আকীদাহ্ ভালো, অমুক দলের আকীদাহ্ খারাপ।

(عَقِيْدَة)-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে গ্রন্থি, গিঁট, গিঁট লাগানো, গিঁট দেওয়া, সুদৃঢ় করা, চুক্তি, বন্ধন, অঙ্গীকার ইত্যাদি। যেমন, কুরআনুল কারীমে রয়েছে,

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴾

"গ্রন্থিসমূহে ফুঁ দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় চাই)।" (সূরা ১১৩; ফালাক ৪)

যেসব মহিলার স্বামী মারা গিয়েছে, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ﴾

"আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা করো না।" (সূরা ২; বাকারা ২৩৫)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ﴾

"আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দিয়ে দাও।" (সূরা ৪; আন-নিসা ৩৩)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।" (সূরা ৫; মায়িদাহ ১)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে, কিন্তু পাকড়াও করবেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা দৃঢ়ভাবে করে থাকো।" (সূরা ৫; মায়িদা ৮৯)

আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস্ সালামকে যখন ফির'আউনের নিকট দা'ওয়াত দিতে পাঠালেন তখন তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করে বলেছিলেন,

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾

"তিনি (মূসা) বললেন, হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন, আমার জিহ্বা থেকে গিরাগুলো খুলে দিন (অর্থাৎ আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা ২০; ত্বাহা ২৫-২৮)

হাদীসেও আক্দ শব্দটি 'গিরা'র অর্থে ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন, আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ؛ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ»

"তোমাদের কেউ যখন ঘুমাতে যায়, তখন শয়তান তার মাথার পেছনে ঘাড়ে তিনটি গিরা দেয়, প্রত্যেক গিরাতে সে হাত বুলিয়ে বলে, রাত্রি লম্বা আছে আর একটু ঘুমাও, যখন সে (ঘুম থেকে) জাগ্রত হয়ে (হাদীসে বর্ণিত দু'আটি পড়ে) আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়, যখন সে অজু করে তখন আর একটি গিরা খুলে যায়, যখন সে সালাত আদায় করে তখন আর একটি গিরা খুলে যায়। এভাবে (শয়তানের সবক'টি গিরা খুলে যাওয়ায়) লোকটির সকাল হয় উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উত্তম হৃদয় সহকারে। অন্যথায় প্রাতঃকাল হয় অলস অবস্থায়, অশুভ হৃদয় নিয়ে।" (বুখারী: ১১৪২, ৩২৬৯, মুসলিম: ৭৭৬, আবূ দাউদ: ১৩০৬)

বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে একথার প্রচলন রয়েছে যে, বিবাহের আকদ হয়েছে, অনুষ্ঠান হয়নি। অর্থাৎ বিবাহের বন্ধন হয়েছে, কিন্তু বর বা কনের পক্ষ থেকে কোনো অনুষ্ঠান হয়নি।

পারিভাষিক অর্থে, নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম, আদর্শ, মতবাদকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করার নাম আকীদাহ্। চাই তা সঠিক হোক বা ভ্রান্ত হোক। যেমন, কেউ ইসলাম ধর্মকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, আবার কেউ হিন্দু ধর্মকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। কেউ মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শকে মনে-প্রাণে লালন করে, আবার কেউ গৌতমবুদ্ধের আদর্শকে মনে-প্রাণে লালন করে। কেউ ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, আবার কেউ কার্লমার্কস-এর অর্থনৈতিক

মতবাদকে মনে-প্রাণে লালন করে থাকে। অতএব, যেকোনো বিশ্বাস, আদর্শ, মতবাদ অন্তরে লালন করার নামই হচ্ছে আকীদাহ্। সুতরাং আকীদাহ্ হচ্ছে শুধুমাত্র বিশ্বাসগত বিষয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কাজের মাধ্যমে। তাই, একজন মুসলিম বিশ্বাসের কারণেই ঘুম থেকে উঠে কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে, আবার আর একজন মানুষ বিশ্বাসের কারেণেই পূর্ব দিকে ফিরে সূর্যকে সাজদা করে। বিশ্বাসের কারণেই কেউ মৃত ব্যক্তিকে সুন্দর করে কাফন পরিয়ে দাফন করে, আবার কেউ আগুনে পুড়িয়ে ফেলে।

ইসলামী পরিভাষায় আকীদাহ্

আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে জিব্রীল আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে যে মৌলিক বিষয়গুলো বিশ্বাস করার জন্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী পাঠানো হয়েছিলো, সে বিষয়গুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করার নাম ইসলামী আকীদাহ্। এক কথায় বলা যায়, ঈমানের মূল ভিত্তিগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করার নাম ইসলামী আকীদাহ্। ঈমানের মূল ভিত্তি বা ঈমানের রোকন মোট ছয়টি। যেমন হাদীসে আছে, এক দিন জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম মানুষের বেশে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো, ঈমান কাকে বলে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

« أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

"ঈমান হলো আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল, তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস রাখা।" (মুসলিম: ৮, আবু দাউদ: ৪৬৯৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঈমানের পরিচয় দেওয়ার পর জিব্রীল (আ) তা সত্যায়ন করে বলেছেন, 'صَدَقْتَ' (আপনি সত্য বলেছেন)। (মুসলিম: ৮, আবু দাউদ: ৪৬৯৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাওহীদ

আল্লাহর নিকট রূহের জগতে বনী আদমের প্রথম যে স্বীকৃতি ছিলো, তা ছিলো তাওহীদের স্বীকৃতি, আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি। আল্লাহ সকল নবীকে এ তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্যই পাঠিয়েছেন। এ দাওয়াত দিতে গিয়ে অধিকাংশ নবীই তাদের জাতি কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়েছেন, মার খেয়েছেন, দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করেছেন। প্রতিটি মানব সন্তান পৃথিবীতে আগমন করে তাওহীদের বিশ্বাস নিয়েই। তাওহীদের বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠবে যে 'আমল, সেটাই হবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য 'আমল। যারা তাওহীদের বিশ্বাস নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে, তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। তারাই পাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত। এ অধ্যায়ে তাওহীদের সংজ্ঞা, গুরুত্ব, প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা পাঠ করে তৌহীদী চেতনায় আমল-আখলাক গড়ে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার দ্বারে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ!

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাওহীদের পরিচয় ও গুরুত্ব

তাওহীদের পরিচয়

তাওহীদ অর্থ হলো, এককীকরণ, একত্রিত করা, একক হওয়া, এককেন্দ্রিককরণ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বস্তুগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসা (جَعْلُ الشَّيْءِ وَاحِدًا)। যেমন, বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের কাজগুলোকে বিভিন্ন দেবতার নিকট ভাগ করে দেয়। যেমন, ভাগ্য এক দেবতার দায়িত্বে, জ্ঞান অন্য দেবতার দায়িত্বে, কর্ম আর এক দেবতার দায়িত্বে, এভাবে বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন দেবতার দায়িত্বে রয়েছে। তারা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ঐ নির্দিষ্ট দেবতার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তাওহীদ হলো এ বিশ্বাস করা যে, ঐ সমস্ত কাজ একাধিক ইলাহ বা দেবতা নন, বরং একজন ইলাহ-ই করেন, তিনিই মহান আল্লাহ।

সত্তা ও গুণাবলিতে কোনো কিছুকে তুলনাবিহীন এক জানার নাম তাওহীদ। (আত্-তাইমী: আল্ হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ, পৃ-২৩৯, ২৪০)

কোনো বস্তুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া এবং নিশ্চিত জানা যে, উহা এক, তার কোনো দ্বিতীয় নেই। (জুরজানী: আত তা'রীফাত, পৃ-৬৯)

পারিভাষিক অর্থে তাওহীদ হলো,

إِفْرَادُ اللهِ تَعَالَى بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ، وَمَا يَجِبُ لَهُ فَمَا يَخْتَصُّ بِاللهِ: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا مَثِيْلَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ

وَمَا يَجِبُ لَهُ: اَلتَّوْحِيْدُ وَالْإِيْمَانُ، وَطَاعَةُ اللهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَاجْتِنَابُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ

"যা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবং তাঁর জন্যেই করা ওয়াজিব। তা এককভাবে তাঁর জন্যেই সাব্যস্ত করা।

যা আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। তা হলো, একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি এবং কার্যাদিতে তাঁর সাদৃশ কেউ নেই।

যা তাঁর জন্যেই করা ওয়াজিব। তা হলো, তাওহীদ, ঈমান, এককভাবে কোনো শরীকবিহীন আল্লাহর আনুগত্য করা, ইবাদত করা, তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত বর্জন করা।" (মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন আব্দুল্লাহ আত তুয়াইজিরী: কিতাবুত তাওহীদ ফী দাওইল কুরআন ওয়াস্সুন্নাহ, পৃ-১৭)

অন্যভাবে বলা যায়, عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ وَتَرْكُ عِبَادَةٍ مَاسِوَاهُ

"একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত বর্জন করা।" (শায়খ সুলায়মান ইবন 'আব্দুল্লাহ; তায়সীরুল 'আযীযিল হামীদ: পৃ. ৪৪)

সত্তা হিসেবে, রব হিসেবে, ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত হিসেবে এবং নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেওয়ার নামই হচ্ছে তাওহীদ। (আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ আল হুয়াইল: আত তাওহীদুল মুয়াসসির, হাফেজ মাহমুদুল হাসান কর্তৃক অনূদিত, পৃ-৯)

তাওহীদ হলো, আল্লাহ সত্তার ক্ষেত্রে এক, তাতে কোনো ভাগ নেই, গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁর কোনো সাদৃশ নেই, তাঁর উলুহিয়্যাত এবং রাজত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি ব্যতীত কোনো রব নেই, কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। (ইবন হাজার আসকালানী: ফাতহুল বারী- ১৩/৩৪৫)

জুরজানী বলেন, তাওহীদ হলো, আল্লাহর সত্তাকে কল্পনার জগতে যা আঁকা হয়, চিন্তার জগতে যা ধারণা করা হয়, ব্রেনে যা চিন্তা করা হয়, তা থেকে তাঁকে মুক্ত করা। (আত তা'রীফাত, পৃ. ৬৯)

মোল্লা আলী বলেন, তাওহীদ হলো, আল্লাহ, যিনি সত্তার ক্ষেত্রে এক, গুণাবলির ক্ষেত্রে এক এবং সকল সৃষ্টির একক সৃষ্টিকর্তা। (দাওউল মা'আনী, পৃ. ১৩)

শাহরাস্তানী বলেন, তাওহীদ হলো, নিশ্চয় আল্লাহ সত্তার ক্ষেত্রে এক, যার কোনো ভাগ নেই, তাঁর চিরস্থায়ী গুণাবলিতে তিনি এক, যার কোনো দৃষ্টান্ত নেই, তাঁর কার্যাবলিতে তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। (আল মিলাল ওয়াল নিহাল- ১/৪২)

কেউ কেউ বলেছেন, তাওহীদ হলো, নতুন সৃষ্ট সকল কিছু থেকে এককভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনিই প্রথম, তাঁর পূর্বে কেউ নেই, তিনিই শেষ, তাঁর পরে কেউ নেই। (ফাতহুল বারী- ১৩/৩৪৪, ইরশাদুস সারী- ১০/৩৫৭) আল্লাহ আছেন, থাকবেন, আর বাকি সব কিছু নতুন সৃষ্টি, এক সময় ছিলো না, সৃষ্টি হয়েছে, আবার এক সময় থাকবে না।

মোদ্দাকথা, আল্লাহ এক, তিনি একমাত্র রব, তিনি একমাত্র ইলাহ, এতে কোনো শরীক নেই, সমকক্ষ নেই, তাঁর নাম ও গুণাবলিতে তিনি একক, কোনো শরীক নেই, সমকক্ষ নেই, তাঁর গুণের কোনো ব্যাখ্যা নেই, সাদৃশ্য নেই– এসব কিছু মেনে নিয়ে একমাত্র তাঁর ইবাদত করাই হচ্ছে তাওহীদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবাদাত পরিচিতি

ইবাদাতের আভিধানিক অর্থ প্রসঙ্গে রাগিব আসফাহানী বলেন, ইবাদত হচ্ছে চূড়ান্ত বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করা। (আল্ মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, পৃ-৩১৯) জাওহারীও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। (আস সিহাহ- ২/৫০৩)

কুরতুবী বলেন, ইবাদতের মূল হলো, বিনয়ী হওয়া, নত হওয়া। (আলজামি' লিআহকামিল কুরআন- ১/২২৫) অর্থাৎ কোনো যুক্তি তর্কে না গিয়ে আল্লাহর হুকুমের সামনে আনুগত্যের সাথে মাথা নত করে দেওয়া। যেমন, আল্লাহ যখন আদমকে সিজদা করার জন্য ফেশেতাদেরকে আদেশ করলেন, ফেশেতাগণ কোনো যুক্তিতর্কে না গিয়ে আল্লাহর নির্দেশ মেনে সিজদা করলেন, তারা হলেন সম্মানিত বান্দা, আর ইবলীস যুক্তিতর্ক জুড়িয়ে হলো অভিশপ্ত।

ইসলামের পরিভাষায় ইবাদাত বলতে বুঝায়, পরিপূর্ণ বিনয় ও সর্বোচ্চ ভালোবাসার সাথে চূড়ান্তভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর সামনে মাথা অবনত করা। কেউ যদি কারো সামনে আনুগত্য প্রকাশ করে, কিন্তু তাকে ভালোবাসে না, তাহলে ইবাদত হবে না। যেমন, কোনো চাকরিজীবী তার উর্ধতন কর্মকর্তার আনুগত্য করে, কিন্তু তাকে ভালোবাসে না, তাই এটি ইবাদত নয়। এমনিভাবে পিতা তার সন্তানকে ভালোবাসে, কিন্তু তার নিকট বিনয় প্রকাশ করে না, তাই এটি ইবাদত নয়।

আল্লামা ইবন তাইমিয়ার মতে, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য আল্লাহর পছন্দনীয় ও তাঁর সন্তুষ্টির সকল কথা ও কাজই হচ্ছে ইবাদাত। (ইবন তায়মিয়্যাহ: আল উবূদিয়্যাহ, পৃ-৩৮, মাজমু'উল ফাতাওয়া- ১০/১৪৯) আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, ইবাদাত হচ্ছে: রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ যে বিধিবিধান দিয়েছেন তা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা। (ইবন তায়মিয়্যাহ: মাজমু'উল ফাতাওয়া- ১০/১৪৯)

ইবাদাতের সকল বিষয় আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আগত। কোনো মানুষের চিন্তা দিয়ে ইবাদাত সৃষ্টি করা যায় না। অতএব, ইবাদাতের মূলনীতি হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বপক্ষে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দলীল না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা করা যাবে না। তা যতই সুন্দর দেখা যাক না কেনো এবং তা যত বড় আলেম বা বুযুর্গ ব্যক্তিই বলুক না কেনো।

তৃতীয় অধ্যায়

শির্‌ক

মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সামান্য বিষ পানই যথেষ্ট। একটি সুন্দর, সুঠাম দেহকে মূহুর্তের মাঝেই সাঙ্গ করে দিতে পারে কয়েক ফোঁটা বিষ পান। কৃষকের ঘামঝরা ক্ষেতের সুন্দর, মনোরম দৃশ্যের ফসলগুলো ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কয়েকটি ইঁদরই যথেষ্ট। ঘরে সাজানো কাঠের তৈরি দামি ফার্নিচারগুলো কুড়ে কুড়ে খেয়ে বিনাস করে দিতে পারে ক্ষুদ্রাকৃতির পোকা ঘুন।

এমনিভাবে মানব জীবনের আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নেয়ামত ঈমান এবং তার উপর ভিত্তি করে তৈরি গগণচুম্বী আমলগুলোকে মূহুর্তের মাঝেই নিঃশেষ করে দিতে পারে শির্‌কের মতো বিষাক্ত বিশ্বাস এবং তার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা আমল। শির্ক মুমিনের গোটা জীবনের ঈমান এবং আমলকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। শির্‌কের বিশ্বাস নিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাদের ভাগ্যে জুটবে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত।

প্রতিটি আদম সন্তান তাওহীদের চেতনা নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করে এবং দীর্ঘকাল এ বিশ্বাসের উপরই বহাল ছিলো। কিন্তু কিভাবে বনী আদমের আকীদাহ্-বিশ্বাসে শির্‌ক প্রবেশ করলো, কিভাবে মানবসমাজে তার বিস্তৃতি ঘটলো? শির্‌কের কারণগুলো কী কী হতে পারে? এর পরিণাম-পরিণতি।

এ অধ্যায়ে ওয়াসীলাহ ও শাফা'আত সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, এ দুটি বিষয়ে আমাদের সমাজে ব্যাপক বিভ্রান্তি রয়েছে। এখানে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রচলিত কিছু শির্‌কের উদারহণ আনা হয়েছে। আশা করি, পাঠক এ অধ্যায় থেকে ঈমান এবং আমলকে বাঁচাবার জন্য তার করণীয় দিক-নির্দেশনা খুঁজে পাবেন, ইনশাআল্লাহ!

প্রথম পরিচ্ছেদ

শির্ক-এর সংজ্ঞা, প্রকৃতি, সূচনা ও বিস্তার

শির্কের অর্থ

শির্ক (شِرْك) শব্দের আভিধানিক অর্থ, অংশীদার করা, অংশীদার হওয়া। যেমন, যে ব্যবসায় দুজন বা একাধিক অংশীদার থাকে, সে ব্যবসাকে বলা হয় শরীকী ব্যবসা বা শেয়ার ব্যবসা। এতে দুজনের অংশ সমান হওয়া জরুরি নয়। কেউ যদি আল্লাহর কোনো কাজে অথবা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে অংশীদার করে তখন বলা হয় أَشْرَكَ بِاللهِ (আশরাকা বিল্লাহি) সে আল্লাহর সাথে শরীক করলো, অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব ও মালিকানায় কাউকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করলো। মূসা 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ যখন নবুওয়্যাতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁর ভাই হারূনকে তাঁর সাথে এ কাজে অংশীদার করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করে বললেন,

﴿ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِىْ ﴾

(হে আল্লাহ) "আপনি তাকে (হারূনকে) আমার নবুওয়াতের অংশীদার করে দিন।" (সূরা ২০; ত্বাহা ৩২)

শির্ক শব্দটি 'আল হিস্সাতু' (اَلْحِصَّةُ) তথা অংশ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ.. "যে তার কোনো ক্রীতদাসের অংশকে মুক্ত করে দিলো...।" (বুখারী: ২৩৮৬)

শির্ক শব্দটি অংশীদারিত্বের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ﴾

"তবে কি আকাশমণ্ডলীতে তাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে?" (সূরা ৪৬; আহকাফ ৪) দেখুন ইবন মানযূর: লিসানুল 'আরব,শিরক শব্দমূল, আনতুয়ান: আল মুনজিদ: সং ২১, সন ১৯৭২, পৃ. ৩৮৪)

শির্ক শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা

পরিভাষায় শির্কের কয়েকটি সংজ্ঞা হতে পারে।

১. যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, সে গুণে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা। যেমন- গায়েবের 'ইলম আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, এ

চতুর্থ অধ্যায়

বিদ'আত

বিদ'আত হলো সুন্নাতের বিপরীত। বিদ'আতের কাজগুলো দেখতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় কিন্তু ক্ষতিকর। সওয়াবের আশায়-ই বিদ'আতের প্রচলন করা হয়ে থাকে। শয়তান বিদ'আতী কাজগুলোকে মানুষের সামনে সুন্দর করে উপস্থাপন করে। সাধারণতঃ পীর-মাশায়েখ, সুফীদের মাধ্যমেই তাদের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারীদের মাঝে বিদ'আতের প্রচলন হয়ে আসছে।

এ অধ্যায়ে বিদ'আতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, বিদ'আতের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়, বিদ'আতের পরিণতি, এর প্রকারভেদ। এতে আরো রয়েছে, বিদ'আত সংক্রান্ত বিভিন্ন সন্দেহের অপনোদন। বিদ'আতের ব্যাপারে সকলেরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ, ইবাদাতের নামে আমাদের সমাজে বিদ'আতগুলো শিঁকড় গেড়ে বসে আছে। কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শরয়ী সীমার বাইরে অতিরিক্ত ভালোবাসার নামে, কখনো অতিরিক্ত সাওয়াবের আশায়, কখনো নেক্কার ও বুযুর্গদের প্রতি অতিরিক্ত আবেগ ও ভক্তির কারণে মানুষ বিদ'আতে লিপ্ত হচ্ছে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু বিদ'আতের উদাহরণও উল্লেখ করা হয়েছে।

আশা করি, বিদ'আতের এ আলোচনার মাধ্যমে সচেতন পাঠকবৃন্দ বিদ'আত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন এবং সহীহ সুন্নাহ'র অনুশীলনে যত্নবান হবেন। কুরআন-সুন্নাহ নির্ধারিত বিশুদ্ধ আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট উত্তম বিনিময় লাভ করে চিরসুখী জান্নাতবাসী হবেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ'আতের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

আভিধানিক অর্থে বিদ'আত (بدعة) হলো, অভিনব, পূর্ব নমুনা ছাড়াই সম্পূর্ণ নতুনভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা। যেমন, মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾

"তিনি (আল্লাহ) আসমান, যমীন নতুন সৃষ্টিকারী, যার কোনো পূর্ব নমুনা নেই।" (সূরা ২; বাকারা ১১৭)

﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴾

"বলো, আমি কোনো নতুন রাসূল নই" (সূরা ৪৬; আহকাফ ৯)। অর্থাৎ আমি আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাগণের প্রতি নতুন কোনো রাসূল আসিনি বরং আমার পূর্বে অনেক রাসূল এসেছেন।

বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ

যে সমস্ত কাজ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রা) ইবাদাত হিসেবে করেননি, পরবর্তীকালে এমন সমস্ত কাজকে ইবাদাত হিসেবে গণ্য করাই হলো বিদ'আত।

কুরআন ও সুন্নাহে যে ইবাদাতের অনুমোদন নেই বা যে ইবাদাতের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দলীল নেই, এমন সমস্ত ইবাদাতই হলো বিদ'আত। যেমন: মীলাদ মাহফিল, ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা। এ সমস্ত ইবাদাত নতুন উদ্ভাবিত, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রা)-এর যুগে ছিলো না। এমনিভাবে খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান নব-আবিষ্কৃত একটি বিদ'আত।

পদ্ধতিগত কারণে 'ইবাদাত' কখনো কখনো 'বিদ'আতে' পরিণত হয়

কিছু কার্যক্রম যা মূলত ইবাদাত, কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ না করার কারণে তা বিদ'আতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন,

১. মৌলিকভাবে ইবাদাতটি শরী'আত অনুমোদিত, কিন্তু তাতে কিছু কমানো বাড়ানো, যার কোনো শর'য়ী দলীল নেই। যেমন: সালাতের অনুমোদন